দৈনিক খবর একদিন
DAILY KHABOR EKDIN
দেশ ও মানুষের কথা বলে
ম, সংখ্যা-২৬৪, দিনাজপুর, ৪ অক্টোবর ২০২০ ইং, রোববার, ১৯ আশ্বিন ১৪২৭, ১৬ সফর ১

দিনাজপুরে কর্মশালায় অতিরিক্ত কৃষি সচিব কমলা কান্ত দাশ

খাদ্য-পুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে গম-ভূট্টার গুরুত্ব অপরিসীম

স্টাফ রিপোর্টার : গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রাণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষনা) মি, কমলারঞ্জন দাশ বলেছেন, বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নে খাদ্য চাহিদা পূরনে পুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে দানাদার অর্থকরী ফসল গম ও ভুট্টার গুরুত্ব অপরিসীম। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ দুটি ফসলের খাদ্যের বহুমূখী ব্যবহার বাড়ছে। গম ও ভুট্টার তৈরি শিল্প কারখানা গড়ে উঠতেছে। এর ফলে বেকার সমস্যা সমাধানে অনন্য অবদান রাখছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন পতিত- আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না। প্রধানন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের সার্বিক কল্যানের জন্যে কৃষি সেক্টরের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষক ও কৃষির স্বার্থে প্রণোদনা, ভূর্তুকি, আর্থিক সহায়তা প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। গতকাল বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউট নশিপুর দিনাজপুরে (বি ডাব্লিউ এম আর আই) এর বার্ষিক (শেষের পাতায় দেখুন)

খাদ্য পুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন

গবেষনা ও পর্যালোচনা এবং কর্মসূচী প্রণয়ন কর্মশালায় আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পূন্ন কৃষি প্রকৌশলী প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. এম. এছরাইল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত কৃষি সচিব (ব্লাষ্ট প্রতিরোধী) নামে দুটি তাপসহনশীল জাত অবমুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞানী গনের প্রজ্ঞা, মেধা, অক্লান্ত শ্রমে এ যাবৎ ভুট্টার ১৯ টি জাত ও ওপেনপলিনেট কম্পোজিট জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সম্প্রতি বিডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা-১ ও হাইব্রিড ভুট্টা বেবিকর্ণ-১ নামে দুটি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ভুট্টার জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। মানুষের খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, কর্ণওয়েল ও কনফ্লেক্স অন্যান্য খাদ্য তৈরিতে কৃষি মন্ত্রি মহোদয়ের দিকনির্দেশায় আমরা ভুট্টা গবেষনা কার্যক্রম শুরু করেছি। ইতিমধ্যে কর্নওয়েল উৎপাদনের সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। তিনি কৃষি যান্ত্রীকনের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, প্রাকৃতিক দুযোগ ও শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি যান্ত্রীকরনে বিকল্প নেই। তাই কৃষি যান্ত্রীকরনের উপর বর্তমান সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে নিবিড় কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। রবি মৌসুমে বিভিন্ন ছিটমহল চরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার পতিত জমি সমূহে গম ও ভুটার আবাদ সম্প্রসারন করে এ ফসল দুটির উৎপাদন বাড়ানো জন্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিমিট বাংলাদেশের প্রতিনিধি টিমোথি জে ক্রুপনিক, হাবিপ্রবির রেজিষ্টার আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন পশু সম্পদ বিজ্ঞানী কলামিষ্ট ডাক্তার প্রফেসর মোঃ ফজলুল হক, বারির সাবেক ডিজি আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. এম শহিদুল ইসলাম, ডাব্লিউএমআরআই মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিতত্ত্ববিদ ড. আবু জামান সরকার, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. মোঃ বদরুজ্জামান, হাবিপ্রবির প্রফেসর প্রজননবিদ ড. ভবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, ডাব্লিউএমআরআই সাবেক ডিজি প্রজননবিদ ড. নরেশ চন্দ্র বর্ম্মন, প্রজনন বিদ আঃ সামাদ, বিএআরসির সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ভাগ্য রানী বনিক, বার্কের মেম্বার ডিরেক্টর ড. আজিজ জিলানী চৌধুরী, ব্র্যাকের ম্যানেজার আজিজুল হক, বারির সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়মনসিংহের প্রফেসর ইসমাইল হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলমগীর মিয়া, ড. আকবর হোসেন, ড. গোলাম ফাঁরুক, মাহফুজ বাজ্জাজ, অনুষ্ঠানে কারিগরী সহায়তা করেন ড. মনোয়ার হোনেন, ড. আসগর আহম্মেদ , ড. জাহিদুল ইসলাম সরকার সহ প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ, ব্র্যাক বাংলাদেশ, সিমিট বাংলাদেশ, মিডিয়া কর্মি, আদর্শ কৃষক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্টানটি চার দিন ব্যাপী বিডাব্লিউএমআরআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।